বাংলা বিভাগ, শৈলজানন্দ ফাল্গুনী স্মৃতি মহাবিদ্যালয়, বীরভূম

Objective Type Question & answer **for 4th Sem. (Hons)**

Prepared by
Dr. Ajoy Saha
Astt. Prof. of Bengali

CC – 10 : বিষয় : নীলদর্পণ

০২ নম্বরের প্রশ্ন : বিষয়ভিত্তিক সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর সংকেত (তৃতীয় পর্ব)

২৭। "ছোট সাহেব মোর ক্ষেত্ররে কালে, বড় সাহেব বড় বাবুরি খালে।" – বক্তা কে ? এখানে তিনি কাদের কথা বলতে চেয়েছেন ?

উত্তর : এই সংলাপটির বক্তা হলেন সাধুচরণের স্ত্রী রেবতী।

ছোটো সাহেব রোগের অত্যাচারের ফলে কন্যা ক্ষেত্রমণির মৃত্যু এবং বড় সাহেব উডের প্রহারে বড় বাবু নবীনমাধবের মৃত্যুর কথা তিনি বোঝাতে চেয়েছেন।

২৮। "নমীর আৎ বুঝি পোয়ালো" – বক্তা কে ? 'আৎ' শব্দের অর্থ কী ? কোন প্রসঙ্গে বক্তা একথা বলেছেন ?

উত্তর : সাধুচরণের স্ত্রী ও ক্ষেত্রমণির মা রেবতী এই বিলাপোক্তি করেছেন।

'আৎ' শব্দের অর্থ 'রাত'।

নবমীর রাত্রির অবসানে দেবী প্রতিমার বিসর্জনের সঙ্গে নীলকর সাহেব রোগের অত্যাচারে অন্তঃসত্ত্বা কন্যা ক্ষেত্রমণির অকাল মৃত্যুর মুহূর্তে রেবতী এই তুলনা করেছেন।

২৯। "ডাকবি তো জোরার বাড়ি যাবি।" – কোন প্রসঙ্গে এই উক্তি ? 'জোরা' শব্দের অর্থ কী ?

উত্তর : ক্ষেত্রমণিকে উদ্ধারের সময় নির্যাতনকারী রোগ সাহেবকে শাস্তিস্বরূপ প্রহারের সময় তোরাপ এই কথাগুলি বলেছিলেন।

'জোরা' শব্দটি এসেছে আরবি 'জর্‌রা' থেকে। এর অর্থ কসাইখানা, তার থেকে যম।

৩০। "ছোট সাহেব, স্যালাম, মুই আসি।" – কোন প্রসঙ্গে বিদায় সম্ভাষণ ? এই সম্ভাষণের প্রত্যুত্তরে 'ছোট সাহেব' কী বলেছিলেন ?

উত্তর : 'নীলদর্পণ' নাটকের তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে ক্ষেত্রমণিকে উদ্ধারের সময় নির্যাতনকারী 'ছোট সাহেব' অর্থাৎ পি. সি. রোগকে শাস্তিস্বরূপ প্রহার করে তোরাপ এই ব্যঙ্গসূচক বিদায় সম্ভাষণটি করেছিলেন।

তোরাপের এই ব্যঙ্গসূচক বিদায় সম্ভাষণের প্রত্যুত্তরে ছোটো সাহেব রোগ বলেছিলেন –
"বাই জোভ ! বিটেন্ টু জেলি।"

৩১। "অস্মিংস্তু নির্গুণং গোত্রে নাপত্যমুপজয়তে।
আকরে পদ্মরাগাণাং জন্ম কাচমণেঃ কুতাঃ ।।"
- শ্লোকটি কে, কার সম্পর্কে বলেছেন ? শ্লোকটির সরলার্থ লেখ। এটি কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর : প্রথম অধ্যাপক সাধু ব্যক্তি, কায়স্থ কুলতিলক গোলকচন্দ্র বসুর সুসন্তান নবীনমাধব সম্পর্কে প্রশ্নোদ্ধৃত শ্লোকটি বলেছেন।

শ্লোকটির সরলার্থ হল – 'এই বংশে গুণহীণ সন্তান জন্মায় না। পদ্ম-রাগমণির আকরে কী করে স্ফটিকের জন্ম হয় ?'

'পঞ্চতন্ত্র' গ্রন্থের ৪৪ সংখ্যক শ্লোকটি নাট্যকার এখানে উদ্ধৃত করেছেন।

৩২। "এই আইনটা শ্যামচাঁদের দাদা হয়েছে।" –বক্তা কে ? এখানে কোন আইনের কথা বলা হয়েছে? সেই আইনকে 'শ্যামচাঁদের দাদা' বলা হছে কেন ?

উত্তর : প্রশ্নোদ্ধৃত সংলাপটির বক্তা হলেন নীলকরদের বড় সাহেব উড।

নতুন আইন বলতে নীল কমিশন গঠনের সঙ্গে সঙ্গে নীলরোপণ সংক্রান্ত ১৮৬০ সালের ৩১শে মার্চ অস্থায়ী একাদশ আইনের কথা বলা হয়েছে। ভয় দেখিয়ে বা অন্য কোনও অবৈধ উপায়ে কোনও ব্যক্তি যদি কাউকে চুক্তি ভঙ্গ করতে প্ররোচনা দেয় কিংবা নীলের ক্ষতি করে, তবে এই আইন অনুযায়ী সে দণ্ডিত হবে। এতে ছ'মাস জেল হতে পারে। এর বিরুদ্ধে আদালতে 'আপিল' করা যাবে না।

'শ্যামচাঁদ' অর্থাৎ চাবুক দিয়ে শারীরিকভাবে অত্যাচার করা যায় ; কিন্তু নতুন এই একাদশ আইনে নীলকর ও ম্যাজিস্ট্রেটের স্বাধীনতা অধিক এবং মানসিক যন্ত্রণাও বেশি দেওয়া যায় বলে উড সাহেব এই আইনকে 'শ্যামচাঁদের দাদা' বলেছেন।

৩৩। "কি একটা নতুন হুকুম হয়েছে," – বক্তা কে ? কোন আইনের কথা বলা হয়েছে ? বক্তা এই কথা কার কাছে শুনেছিলেন ?

উত্তর : আলোচ্য সংলাপটি রেবতী বলেছেন সাবিত্রীকে।

নীলরোপণ সংক্রান্ত ১১শ আইন (১৮৬০, ৩১শে মার্চ) –এর কথা বলা হয়েছে। [আগের ব্যাখ্যাটা]

রেবতী এই আইনের কথা পদী ময়রাণীর কাছে শুনেছিলেন।

৩৪। "না কি এ ম্যাদের পিল হয় না -" – বক্তা কে ? 'ম্যাদ' ও 'পিল' শব্দের অর্থ লেখ। কোন প্রসঙ্গে এই উক্তি ?

উত্তর : আলোচ্য সংলাপটি রেবতী বলেছেন সাবিত্রীকে।

'ম্যাদ' < 'মেয়াদ'। এর অর্থ সময় বা নির্দিষ্ট কাল। এখানে নীলরোপণ সংক্রান্ত **১১শ** আইনে ছ'মাস জেলের কথা বলা হয়েছে।

'পিল' < 'আপিল'। এর অর্থ আবেদন। উক্ত আইনে দণ্ডদানের বিরুদ্ধে আদালতে আর আপিল করা যায় না।

নীলকর সাহেবরা ষড়যন্ত্র করে গোলোক বসুকে নীলরোপণ সংক্রান্ত **১১শ** আইনের ফাঁদে ফেলতে চাইছে, এটা জানতে পেরে রেবতী সাবিত্রীকে একথা বলেছেন।

৩৫। "নীলের দাদন ধোপার ভ্যালা," – সংলাপটি কার ? এর অর্থ কী ?

উত্তর : আলোচ্য সংলাপটি কুঠির কর্মচারী তাইদ এক রাইয়তকে বলেছেন।

ধোপারা কাপড়কে চিহ্নিত করার জন্য ভেলার দাগ দেয়, যা আর ওঠে না। নীলের দাদনও তেমনি এক বার নিলে আর তা কখনো শোধ হয় না বা তার থেকে নিষ্কৃতি মেলে না।

৩৬। "সময় গুণে আপ্ত পর।
খোঁড়া গাধা ঘোড়ার দর।।" – ছড়াটি কার ? ছড়াটির সরলার্থ লেখ। তিনি এর দ্বারা কী বোঝাতে চেয়েছেন ?

উত্তর : আলোচ্য ছড়াটি কুঠির দেওয়ান গোপীনাথ দাসের।

ছড়াটির সরলার্থ হল - সময় গুণে আত্মও পর হয়ে যায়, আর ঘোঁড়া গাধাও ঘোড়া হতে পারে।

নীলকর সাহেবরা বহু ব্যয় করে ভারতীয় সংবাদপত্র 'হরকরা'কে হস্তগত করেছিলেন, যার ফলে সেই সংবাদপত্রটি নীলকরদের পক্ষে কথা বলত। এখানে ভারতীয় সংবাদপত্র 'খোঁড়া গাধা' যে যথার্থই 'ঘোড়া' হয়ে উঠেছে।

৩৭। "এ কুটির কতকগুলি প্রবল শত্রু হইয়াছে। তাহাদের শাসন ব্যতীত নীলের মঙ্গল হওয়া দুষ্কর।"
বক্তা কে ? কাকে তিনি একথাগুলি বলেছেন ? 'প্রবল শত্রু' বলতে তিনি কাদের বুঝিয়েছেন ?

উত্তর : আলোচ্য সংলাপটির বক্তা হলেন নীলকরদের দেওয়ান গোপীনাথ দাস।

গোপীনাথ উক্ত পরামর্শটি উডসাহেবকে দিয়েছেন।

কুটির প্রবল শত্রু বলতে তিনি নবীনমাধব ও সাধুচরণকে বুঝিয়েছেন।

৩৮। "ধর্ম্মাবতার, ঐ একজন কুটির প্রবল শত্রু।" – বক্তা কে ? কাকে কুটির প্রধান শত্রুরূপে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন ? তাঁর শত্রুতার প্রমাণ হিসেবে বক্তা কোন ঘটনার কথা উত্থাপন করেছেন ?

উত্তর : দেওয়ান গোপীনাথ উডসাহেবকে একথা বলেছেন।

তিনি নবীনমাধবকে কুটির প্রধান শত্রুরূপে চিহ্নিত করেছেন। নবীনমাধবের শত্রুতার দৃষ্টান্ত হিসেবে তিনি পলাশপুর জ্বালানোর মামলার কথা বলেছেন। কারণ নবীনমাধব নিজে দরখাস্ত করে, উকিল মোক্তারদের সলা পরামর্শ দিয়েছিলেন। আর তারই ফলে সাবেক দেওয়ানের দু'বছর জেল হয়েছিল। উপরন্তু গোপীনাথ সেই ঘটনায় নবীনমাধবকে বিরত থাকার অনুরোধ করলেও শোনেননি।

৩৯। "ওরা নির্দয় বল্যে আমাদের নির্দয় হওয়া উচিত নয়।" – বক্তা কে ? কোন প্রেক্ষিতে তিনি এরূপ মন্তব্য করেছেন ?

উত্তর : আলোচ্য সংলাপটির বক্তা হলেন নবীনমাধব।

অত্যাচারী রোগ সাহেবের হাত থেকে ক্ষেত্রমণিকে উদ্ধারের সময় ক্ষুব্ধ তোরাপ রোগকে সমুচিত দণ্ডদান করতে গিয়ে প্রহার করলে উদার হৃদয়বান নবীনমাধব তোরাপকে মারধর করতে নিষেধ করে এই কথাগুলি বলেছিলেন।

****